



ইতোপূর্বে বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী ধারণার পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি : জনাব মাসুদা আকন্দ
পরিচালক(দা. বি. ও ঋণ) ও ইনোভেশন অফিসার, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, ঢাকা।

স্থান : পরিচালকের অফিস কক্ষ।

তারিখ ও সময় : ২৫ আগস্ট ২০২১খ্রিঃ; সকাল ১২.০০ ঘটিকা।

উপস্থিত সদস্যগণের নামের তালিকা পরিশিষ্ট “ক” তে দেখানো হয়েছে।

সভাপতি উপস্থিত সকল সম্মানিত সদস্যদের স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। সভায় যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের ইনোভেশন টিমের সদস্যবৃন্দ সশরীরে উপস্থিত ছিলেন এবং মাঠ পর্যায়ের ৮জন ইনোভেটর এবং এসকল সেবার মাধ্যমে সুবিধাগ্রহণকারী সুবিধাভোগীগণ জুম-এর মাধ্যমে ভারুয়ালী যুক্ত ছিলেন। সভাপতি সভার ইতোপূর্বে মাঠ পর্যায়ের বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী ধারণা বাস্তবায়নের অগ্রগতি এবং এসকল সেবার মাধ্যমে সুবিধা গ্রহণ করেছেন এমন সুবিধাভোগীদের বক্তব্য উপস্থাপন আহ্বান জানান। সভার আলোচ্য বিষয়, আলোচনা এবং গৃহীত সিদ্ধান্ত নিম্নে বর্ণনা করা হলোঃ

নং	বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত/সুপারিশ	বাস্তবায়ন
১.	ধানমন্ডি ইউনিট থানার যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা জনাব শেখ নওশের আলীর উদ্ভাবনী ধারণা “যুবদের উৎপাদিত পণ্যবাজারজাত-করণে ব্যবসায়িক সমিতির সাথে যুব সংগঠনের লিংকেজ তৈরী” উদ্ভাবনী ধারণার অগ্রগতি	জনাব শেখ নওশের আলী বলেন, প্রাথমিকভাবে ধানমন্ডি, বসিলা মোহাম্মদপুর এবং আদাবর এলাকার ১৩ জন যুব উদ্যোক্তাকে বাংলাদেশ হস্তশিল্প এসোসিয়েশনের সভাপতি জনাব আজিজুর রহমানের সাথে তাদের পণ্য বাজারজাতকরণের বিষয়ে লিংকেজ স্থাপন করে দেওয়া হয়। পরবর্তিতে হস্তশিল্প এসোসিয়েশন নামে একটি ফেসবুক গ্রুপ খোলার পরামর্শ প্রদান করা হয়। বর্তমানে তাদের ফেসবুক গ্রুপে ঢাকাসহ সারা দেশে ১ লক্ষ ১৯ হাজার যুব উদ্যোক্তা অন-লাইনে এবং অফ-লাইনে ব্যবসা পরিচালনা করছেন। এ বিষয়ে ভারুয়ালী সংযুক্ত থেকে আরো বক্তব্য প্রদান করেন বাংলাদেশ হস্তশিল্প এসোসিয়েশনের সভাপতি জনাব আজিজুর রহমান এবং ঢাকা জেলার উপপরিচালক জনাব বিরাজ চন্দ্র সরকার। জনাব আজিজুর রহমান তার এ ভারুয়াল প্ল্যাটফর্মকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়ার জন্য যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মাধ্যমে রেজিস্ট্রেশন করার অনুরোধ করেন। উপপরিচালক ঢাকা বলেন, এমনি একটি উদ্যোগের মাধ্যমে অনেকগুলো যুব সংগঠন এক সংগে কাজ করার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।	ক. যুবদের পণ্য বাজারজাতকরণের এ ভারুয়াল প্ল্যাটফর্ম যেন যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের ভাবমূর্তিকে ক্ষুন্ন না করে সে বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে; খ. বাংলাদেশ হস্তশিল্প এসোসিয়েশন-এর পণ্য বাজারজাতকরণের এ প্ল্যাটফর্মকে কিভাবে সাপোর্ট দেওয়া যায় তার একটি রূপরেখা তৈরী করতে উপপরিচালক ঢাকা প্রাথমিকভাবে একটি সভা করবেন। গ. বাংলাদেশ হস্তশিল্প এসোসিয়েশনের মাধ্যমে যুবদের উৎপাদিত পণ্য কিভাবে বাজারজাতকরণ করা হচ্ছে তা সরেজমিনে প্রধান কার্যালয়ের ইনোভেশন টিম পরিদর্শন করবে।	ক. উপপরিচালক, ঢাকা। খ. ইনোভেশন টিম

নং	বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত/সুপারিশ	বাস্তবায়ন
২.	নরসিংদী সদর উপজেলার যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা জনাব নুরুন নাহার-এর উদ্ভাবনী ধারণা “প্রশিক্ষণোত্তর আত্মকর্মসংস্থানে পারিবারিক পুঁজি গঠন” উদ্ভাবনী ধারণার অগ্রগতি	উপজেলার যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা জনাব নুরুন নাহার উদ্ভাবনী প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে তার উদ্ভাবনী ধারণা বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেন। নরসিংদী সদর উপজেলার দাসপাড়া গ্রামে প্রাথমিকভাবে ৬ জন নারী প্রশিক্ষণার্থীর প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য তাদের পরিবার থেকেই পুঁজি সংগ্রহ করে তিনি সফলভাবে তার উদ্ভাবনী ধারণা বাস্তবায়ন করেন এবং স্থানীয় উপজেলা এবং জেলা প্রশাসনের প্রশংসা অর্জন করেন। তার এ ধারণা বাস্তবায়নের ফলে, বেকারত্ব কমেছে, আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে, নতুন উদ্যোক্তা সৃষ্টি হয়েছে, মাদকাসক্তি লাঘব হয়েছে, সন্ত্রাস ও জঙ্গীবাদ লাঘব হয়েছে নারী ও শিশু নির্যাতন লাঘব হয়েছে, যৌতুক এর বিপক্ষে সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে, ইভটিজিং কমেছে বলে তিনি মত প্রকাশ করেন। এসময়ে এ প্রকল্পের সুবিধাভোগী জনাব ছবি আক্তার এবং জনাব সুমি আক্তার তাদের সাফল্যের কথা এবং অনুভূতি ব্যক্ত করেন।	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের প্রশিক্ষণার্থীদের অধিক হারে ঋণ গ্রহণের জন্য পারিবারিক পুঁজি সংগ্রহের এ ধারণা সারা দেশে সম্প্রসারণের উদ্যোগ নিতে হবে।	ইনোভেশন টিম
৩.	কুলিয়ারচর উপজেলার সাবেক উপজেলার যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা জনাব জামাল নাসের খান-এর উদ্ভাবনী ধারণা “উদ্বুদ্ধকরণের মাধ্যমে যুব রক্তদাতাদের ডাটাবেইজ তৈরী” উদ্ভাবনী ধারণার অগ্রগতি	জনাব জামাল নাসের খান বলেন, কুলিয়ারচর উপজেলায় তার কর্মকালে তিনি “উদ্বুদ্ধকরণের মাধ্যমে যুব রক্তদাতাদের ডাটাবেইজ তৈরী” উদ্ভাবনী ধারণা বাস্তবায়ন করেন। তিনি বলেন, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সম্পাদনযোগ্য কাজের মধ্যে অন্যতম দেশ উন্নয়নমূলক কাজে যুবদের স্বেচ্ছায় অংশগ্রহণ করা। এ কার্যক্রম বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে তিনি এ উদ্ভাবনী ধারণা বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেন। তার এ প্রকল্প বাস্তবায়নে এলাকার যুব সংগঠন উপজেলা প্রশাসনের সহায়তায় ৫৭৬ জন যুব রক্তদাতার ডাটাবেইজ তৈরী করেন এবং এ ডাটাবেইজ উপজেলার পোর্টালে আপলোড করেন। যখন কারো রক্তের প্রয়োজন হয় তারা ওয়েব সাইট থেকে দেখে রক্তদাতাদের সাথে যোগাযোগ করে বা তারা এখনও আমার সাথে ফোনে যোগাযোগ করেন।	অন্যান্য উপজেলায় এ ধারণা রেন্ডিকেশন করা যেতে পারে।	ইনোভেশন টিম
৪.	গোপালপুর, উপজেলার যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা জনাব মোহাম্মদ ইসমাদিল হোসেন-এর উদ্ভাবনী ধারণা “প্রশিক্ষণোত্তর আত্মকর্মসংস্থানে পারিবারিক পুঁজি গঠন” উদ্ভাবনী ধারণার অগ্রগতি	জনাব মোহাম্মদ ইসমাদিল হোসেন, উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা, গোপালপুর এবং উক্ত উপজেলার একজন যুব উদ্যোক্তা এবং যুব সংগঠক জনাব নাইম ভারুয়ালী সংযুক্ত থেকে তাদের প্রকল্পের অগ্রগতি সভায় বর্ণনা করেন। যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা জানান অধিদপ্তরের তহবিল সংকটের জন্য যাদের ঋণ দিতে পারেননি অথচ সকল ঋণীর পরিবারের সামর্থ্য আছে তাদের ব্যবসা শুরু করার প্রাথমিক পুঁজে যোগান দেওয়ার। তাদের সাথে যোগাযোগ করে তাদের পরিবারকে উদ্বুদ্ধ করে তিনি তাদের পরিবার হতে পুঁজি যোগান দিয়ে তাদের প্রকল্প গ্রহণ করিয়েছেন এবং বর্তমানে তার স্বাবলম্বী হচ্ছে।	ক. পারিবারিক পুঁজি যোগানের জন্য উদ্বুদ্ধ কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে। খ. কর্মসংস্থান ব্যাংকসহ অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান হতে প্রশিক্ষিত যুবরা যাতে বেশী বেশী করে ঋণ সুবিধা পায় সেজন্য যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর উদ্যোগী ভূমিকা পালন করবে।	ইনোভেটরগণ

নং	বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত/সুপারিশ	বাস্তবায়ন
৫.	ক. জনাব মোঃ আব্দুল আজিজ আকন্দ, উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা, পাকুন্দিয়া, কিশোরগঞ্জ খ. জনাব ডলি রাণী নাগ, উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা, সিরাজদিখান, মুন্সীগঞ্জ, গ. জনাব মোঃ আবু বকর মোল্লা, উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা, রূপসা, খুলনা, ঘ. জনাব মোঃ আব্দুল হালিম উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা, কুমারখালী, কুষ্টিয়া “বেকারমুক্ত গ্রাম সৃজন” উদ্ভাবনী ধারণার অগ্রগতি	চার ইনোভেটর “বেকারমুক্ত গ্রাম সৃজন” উদ্ভাবনী ধারণার উপর প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছেন। প্রাথমিক পর্যায়ে জনাব আব্দুল হালিম এবং জনাব আবু বকর মোল্লা এবং পরবর্তি পর্যায়ে জনাবমোঃ ইসমাঈল হোসেন এবং জনাব ডলি রাণী নাগ এ প্রকল্প বাস্তবায়ন করেন। ভার্চুয়ালী যুক্ত থেকে তাদের গৃহীত প্রকল্পের বর্তমান অবস্থা তার বর্ণনা করেন। তারা বলেন, তাদের কর্ম এলাকায় জরিপের মাধ্যমে তার বেকারদের চিহ্নিত করে তাদের সংখ্যা নির্ধারণ করেন। তাদের যোগ্যতা এবং চাহিদা অনুসারে প্রশিক্ষণ প্রদান করে গার্মেন্টসসহ, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে চাকুরীর ব্যবস্থা করেছেন। আত্মকর্ম এবং পরিবারভিত্তিক কর্মসূচির ঋণ দিয়ে স্থানীয়ভাবে তাদের আত্মকর্মী এবং ক্ষুদ্র উদ্যোক্তায় পরিণত করার মাধ্যমে তাদের বেকারমুক্ত করেছেন। কর্ম এলাকায় তারা প্রশিক্ষিত যুবদের নিয়ে যুব সংগঠন তৈরী করেছেন। এ যুব সংগঠন যুবদের বেকার মুক্তকরণে সহায়ক শক্তি হিসাবে কাজ করছে। পরিচালক(দা. বি. ও ঋণ) বলেন, বেকারমুক্ত গ্রাম সৃজন একটি প্রশংসনীয় উদ্ভাবনী ধারণা। এ ধারণা সারা দেশে রিপ্লিকেশন করার জন্য একটি প্রকল্প প্রস্তাব তৈরী করা হয়েছে, এটি অনুমোদিত হলে সারা দেশে এ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা যাবে। বর্তমানে যারা এ প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছেন তাদের এলাকায় প্রতিনিয়ত নতুন বেকার তৈরী হচ্ছে, তাদের কর্মসংস্থান বা আত্মকর্মসংস্থানের উদ্যোগ নিতে তিনি ইনোভেটরদের পরামর্শ দেন। সভায় বেকারমুক্ত গ্রামের সিরাজদিখান উপজেলার একজন সুবিধাভোগী ভার্চুয়ালী যুক্ত হয়ে তার বেকারমুক্ত হওয়ার প্রক্রিয়া বর্ণনা করেন।	ক. সারা দেশে এ উদ্ভাবনী ধারণা বাস্তবায়ন করা যেতে পারে। খ. প্রকল্প এলাকায় যে সকল নতুন বেকার যুক্ত হচ্ছেন তাদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে। গ. এ কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য স্টেকহোল্ডার মতবিনিময় করতে হবে এবং সকলের সহযোগিতায় কর্মসূচি বাস্তবায়নের উদ্যোগ নিতে হবে।	ইনোভেটরগণ

অতঃপর আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার কাজ শেষ করেন।

২৫/৬/২০২০

(মাসুদা আকন্দ)

পরিচালক(দাঃ বিঃ ও ঋণ)

ও

ইনোভেশন অফিসার

ফোনঃ ৯৫৬১৩৫৩

e-mail: dirpa@dyd.gov.bd

স্মারক নং-৩৪.০১.০০০০.০০৮.৩১.০৬১.১৯- ০২

তারিখঃ ২৫/০৮/২০২১খ্রিঃ

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্যঃ

০১। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) ও চীফ ইনোভেশন অফিসার, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

০২। পরিচালক, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, ঢাকা।(সকল)

০৩। জনাব----- সদস্য, ইনোভেশন টিম, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, ঢাকা।

০৪। মহাপরিচালক মহোদয়ের ব্যক্তিগত সহকারী, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, ঢাকা।

০৫। সংশ্লিষ্ট নথি।

২৫/৬/২০

(মোঃ শাহীনুর রহমান)

উপপরিচালক(দা. বি. ও ঋণ) ও

সদস্য-সচিব

ইনোভেশন টিম

ফোনঃ ৯৫১৫০১৯

